কালের কণ্ঠ

তারিখ ... ০৮ SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৭ ...

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস আজ

সাক্ষরতার হার কমার নেপথ্যে 'ভুল শোধরানো'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস আজ মঙ্গলবার। কিন্তু সাক্ষরতার হার নিয়ে দেশে কোনো সুখবর নেই। সরকারি হিসাবে গত তিন বছরেই সাক্ষরতার হার বাড়ার বদলে কমেছে। ২০১৩ সালে সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আফসারুল আমিন আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, দেশে সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ। আর গত বছর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেছিলেন, এখন সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশ। এবারের সাক্ষরতা দিবসের সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী পরিসংখ্যান ব্যুরোর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এখন সাক্ষরতা হার ৬১ শতাংশ। সরকারি হিসাবে গত তিন বছরে সাক্ষরতা হার কমেছে ১০ শতাংশ। আর গত বছরের তুলনায় কমেছে ৪ শতাংশ।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৪

সাক্ষরতার হার কমার নেপথ্যে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

গত কয়েক বছরে এ ব্যাপারে বড় পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলেও আশানুরূপ বাড়ছে না সাক্ষরতা। প্রকল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে কর্মসূচি।

তবে শিক্ষাবিদরা বলছেন, আসলে সাক্ষরতার হার কমেনি। এটাই প্রকৃত চিত্র। গত দুই বছর বাড়িয়ে বলা হয়েছিল। এবার সেই ভুল শোধরানো হলো। শুধু প্রকল্প দিয়ে সাক্ষরতার হার বাড়ানো সম্ভব নয়।

এবারের সাক্ষরতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'সাক্ষরতা আর দক্ষতা : টেকসই সমাজের মূল কথা'। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। দিবসটি উপলক্ষে আজ সকাল ৮টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে দিবসের মূল অনুষ্ঠানে আজ প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকো ৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ঘোষণা করে। বাংলাদেশে দিবসটি প্রথম পালিত হয় ১৯৭২ সালে।

সাক্ষরতার সংজ্ঞা নিয়েও রয়েছে নানা বিভ্রান্তি। কেউ কেউ বলেন, নাম লিখতে পারাটাই সাক্ষরতা। সরকারেরও কারো কারো মধ্যে সে ধারণা প্রচলিত আছে। আন্তর্জাতিক সংজ্ঞানুযায়ী, সাক্ষরতা হচ্ছে পড়া, অনুধাবন করা, মৌখিকভাবে ও লেখার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা, যোগাযোগ স্থাপন করা এবং গণনা করার দক্ষতা। এটি একটি ধারাবাহিক শিখন-প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজস্ব বলয় এবং বৃহত্তর সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতা ও জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করতে পারে। সাক্ষরতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি অন্তত তৃতীয় শ্রেণি পাস করা শিক্ষার্থীর সমমানের হতে হবে বলে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের জনগোষ্ঠীর ৩৯ শতাংশকে এখনো সাক্ষরতার ভেতর আনতে পারিনি, এটা আমাদের ব্যর্থতা। আসলে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শুরুত্ব দিতে গিয়ে সাক্ষরতা বিষয়টির শুরুত্ব ভুলতে বসেছি। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলেও এর প্রতিফলন দেখিনি।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক এই উপদেষ্টা বলেন, 'গতানুগতিক প্রকল্প দিয়ে সাক্ষরতার হার সেভাবে বাড়ানো যাবে না। ১১ বছরের ওপরের জনগোষ্ঠীর কাছে প্রথম হচ্ছে রুটি-রুজির বিষয়। এরপর সাক্ষরতা। এখন পর্যন্ত যেভাবে সাক্ষরতার প্রকল্প চলছে এতে সীমিত জনগোষ্ঠীকেই এর আওতায় আনা সম্ভব।' আসলে এটা অব্যাহত সামাজিক আন্দোলনের ভেতর আনতে হবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে স্থানীয় সরকারকে এ বিষয়ে দায়িত্ব দিলে সফলতার হার বাড়বে।' সাক্ষরতার হার কমার বিষয়ে রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, 'এত দিন সাক্ষরতার যে হার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের সমীক্ষার ফলাফলের মিল ছিল না। আমাদের কাছে সব সময় সাক্ষরতার তথ্য ছিল ৬০ শতাংশের নিচে। তবে এবার সরকারের পক্ষ থেকে যে ৬১ শতাংশের কথা বলা হয়েছে, তা বর্তমান সাক্ষরতার হারের প্রকৃত চিত্র। আগের বছরগুলোতে একটু বাড়িয়ে বলা হলেও এবার হয়নি।'

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক কাজী ফারুক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের পরিসংখ্যান নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে, যা বিদেশিদের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতিরও পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই জনসংখ্যার সঙ্গে যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় না। ফলে সাক্ষরতার হার বাড়ছে না।'

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সূত্র জানায়, ১৯৯১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এক কোটি ৮০ লাখ মানুষ সাক্ষরতা অর্জন করেছে। এ ছাড়া ২০০১-০৭ সাল পর্যন্ত 'মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১'-এর মাধ্যমে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৯ লাখ ৬৭ হাজার জনকে নিরক্ষরতামুক্ত করা হয়েছে। 'মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২'-এর মাধ্যমে ২০০২-১৩ সাল পর্যন্ত একই বয়সী ১১ লাখ ৪০ হাজার মানুষকে নিরক্ষরতামুক্ত করা হয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে শুরু হওয়া 'শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)' গত বছরের জুনে শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছয়টি বিভাগীয় শহরে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী এক লাখ ৬৬ হাজার ১৫০ কর্মজীবী শিশুকে মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এরপর গত বছরের শেষের দিকে 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)' নামের নতুন প্রকল্প শুরু হয়। ৪৫২ কোটি ৫৮ লাখ টাকার প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদানসহ দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আউয়াল খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রকল্প দিয়ে শতভাগকে সাক্ষরতার আওতায় আনা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সামাজিক উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারের সঙ্গে বেসরকারি অংশীদারিত্ব বাড়াতে হবে। মসজিদ, মন্দিরভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সর্বোপরি একটি ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া যেতে পারে।'

তবে গত রবিবার সচিবালয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক ড. মো. রুহুল আমিন সরকার সাংবাদিকদের বলেছেন, 'সরকারের উদ্যোগ সত্ত্বেও তহবিল-সংকট, অনিয়মসহ নানা কারণে আমরা প্রতিশ্রুত জায়গায় যেতে পারিনি। বয়স্করা অনেক সময় শিক্ষা নিতেও চায় না। শতভাগ জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতার আওতায় আনতে সচেতনতাও জরুরি হয়ে পড়েছে।'